দৈনিক সংবাদ

MAR. 01 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...২ ... কলাম ...

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কারণে

পটুয়াখালীতে ৫ বছর ধরে পলিটেকনিক ছাত্রাবাস বন্ধ

পটুয়াখালী থেকে নিখিল চ্যাটার্জী : সন্ত্রাসী কার্যকাণ্ড, চাঁদাবাজদের অব্যাহত হুমকি ও হামলার কারণে পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের ছাত্রাবাসটি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ছাত্ররা ব্যবহার করতে পারছে না। কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বাইরের জেলার ছাত্ররা ছাত্রাবাসের অভাবে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, সরকার ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৪ সালে ৪ তলাবিশিষ্ট ১শ' ৮ শয্যার ওই ভবনটি নির্মাণ করে। ছাত্রদের কোন্দল ও বহিরাগতদের হামলার কারণে কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ সালে ছাত্রাবাসটি বন্ধ করে দেন। হোস্টেলের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ওই সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় ও ছাত্রাবাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পারিবারিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হাবিব-জসিম গ্রুপ ওই ছাত্রাবাসে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু করে। পরে একই বছর ১৫ই আগস্ট জাতির জনকের মৃত্যুদিবস পালনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের মতবিরোধ হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা কলেজের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ সময় বহিরাগতরা ছাত্রাবাসটি দখল করে। কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহায়তায় ছাত্রাবাসটি দখলে নিয়ে একাধিকবার খোলার চেষ্টা করেও চাঁদাবাজদের কারণে তা পারেনি। নিরাপত্তার অভাবে সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রাবাসে উঠতে সাহস পায়নি।

বর্তমানে পুনরায় ছাত্রদলের প্রকাশ্য গ্রুপিং ও অস্ত্রের মহড়ার কারণে সাধারণ ছাত্ররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ সুযোগে সিআই সলিমুল্লাহ, সিআই কোয়ার্টার ছাত্রদের কাছে ভাড়া দিয়ে ফায়দা লুটছে। বর্তমান অধ্যক্ষ সাবের উদ্দিন বহিরাগতদের হুমকির মুখে দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার পর জেলা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছেন। ইনস্টিটিউট প্রশাসনের মতে, এ অবস্থা চলতে থাকলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে।